প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ২৮ - অনুগ্রহপূর্বক প্রেরিত ১৭ অধ্যায় পাঠ করুন।

- প্রেরিত ১৭:২৩-৩১ কারণ আমি ঘুরে বেড়াবার সময় আপনাদের উপাসনার জিনিসগুলো যখন দেখছিলাম তখন এমন একটা বেদী দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার উদ্দেশে।' আপনারা না জেনে যাঁর উপাসনা করছেন তাঁর সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি। "আল্লাহ্, যিনি এই দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে সব কিছু তৈরী করেছেন, তিনিই বেহেশত ও দুনিয়ার মালিক। তিনি হাতে তৈরী কোন মন্দিরে বাস করেন না। তাঁর কোন অভাব নেই, সেইজন্য মানুষের হাত থেকে সেবা গ্রহণ করবারও তাঁর দরকার নেই, কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, প্রাণবায়ু আর অন্যান্য সব কিছু দান করেন।

- তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করেছেন যেন তারা সারা দুনিয়াতে বাস করে। তারা কখন কোথায় বাস করবে তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ এই কাজ করেছেন যেন মানুষ হাতড়াতে হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যাবার আশায় তাঁর তালাশ করে। কিন্তু আসলে তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন, কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, 'আমরাও তাঁর সন্তান।' "তাহলে আমরা যখন আল্লাহ্‌র সন্তান তখন আল্লাহ্‌কে মানুষের হাত ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তৈরী সোনা, রূপা বা পাথরের মূর্তি মনে করা আমাদের উচিত নয়।

- আগেকার দিনে মানুষ জানত না বলে আল্লাহ্ এই সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন তিনি সব জায়গায় সব লোককে তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন, কারণ তিনি এমন একটা দিন ঠিক করেছেন যে দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। তিনি সেই লোককে [ঈসা মসিহ] মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে সব মানুষের কাছে এর প্রমাণ দিয়েছেন।"

- প্রকাশিত কালাম ২০:১২-১৫ তারপর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃত লোকেরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর কতগুলো কিতাব খোলা হল। তার পরে আর একটা কিতাব খোলা হল। ওটা ছিল জীবন্তকিতাব। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই কিতাবগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল সেই অনুসারেই তাদের বিচার হল। যে সব মৃত লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র তাদের তুলে দিল। এছাড়া মৃত্যু ও কবরের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল, মৃত্যু ও কবর তাদেরও ফিরিয়ে দিল। প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে বিচার করা হল। পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু। যাদের নাম সেই জীবন্তকিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।

সত্য: জীবন খুব ছোট! আমরা সবাই মারা যাব। সমস্ত মৃত মানুষ একদিন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবে।

- ইয়াকুব ৪:১৪ কিন্তু কালকে কি হবে তা তোমরা জান না। তোমাদের জীবনই বা কি? তোমরা তো বাষ্প মাত্র, যা কিছুক্ষণের জন্য থাকে আর তারপর মিলিয়ে যায়।

- ২ তীমথিয় ৪:৭-৯ মসীহের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, আমার জন্য ঠিক করা পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং ঈসায়ী ঈমানকে ধরে রেখেছি। তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। রোজ হাশরে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। তবে যে তিনি কেবল আমাকেই দান করবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন। তুমি খুব চেষ্টা কর যাতে আমার কাছে শীঘ্র আসতে পার,

প্রশ্ন নং ১: পৌল তীমথিকে কেন এটি লিখেছিলেন?

উত্তর: তীমথিকে কষ্ট বা মৃত্যুর ভয় না পেতে এবং বেহেস্তে ঈসার সাথে থাকার জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছেন।

- ফিলিপীয় ১:২১-২৩ কারণ আমার পক্ষে জীবন হল মসীহ এবং মরণ হল লাভ। কিন্তু যদি আমি বেঁচেই থাকি তবে সেটা আমাকে এমন একটা কাজের সুযোগ দেবে যাতে যথেষ্ট ফল হয়। কোন্‌টা আমি বেছে নেব তা জানি না। দু'দিকই আমাকে টানছে। আমি মরে গিয়ে মসীহের সংগে থাকতে চাই, কারণ সেটা অনেক ভাল।

প্রশ্ন নং ২: আপনি কি মনে করেন পৌল মারা যাওয়ার ভয় পেয়েছিলেন?

উত্তর: না। পৌল স্পষ্টভাবে বিস্ময়কর সত্য দেখেছিলেন যে যখন কেউ তাদের জীবন তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈসার কাছে ফিরিয়ে দেয়, তখন সেই ব্যক্তি অনন্ত, সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করে। অফুরন্ত আনন্দের জন্য "জীবনের বাষ্প" লেনদেন করা যে কোনো ব্যক্তি করতে পারে এমন সেরা ব্যবসা।

- প্রেরিত ১৬:২৯-৩২ তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।” পৌল আর সীল তখন জেল-রক্ষক ও তাঁর বাড়ীর সকলের কাছে মাবুদের কালাম বললেন।

প্রশ্ন নং ৩: উপরে উল্লিখিত একমাত্র শর্তটি কী যা সরুগেটে প্রবেশ করে এবং [মথি ৭:১২-১৪] যা ঈসার সাথে অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়?

উত্তরঃ কিতাবের সত্য ঈসা মসিহের প্রতি নির্ভর/ঈমান। এর অর্থ জন্ম, জীবন, মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান, বেহেস্তে প্রবেশ এবং প্রভু ঈসা মসিহের শাসনে প্রত্যাবর্তনে একটি স্থায়ী বিশ্বাস।

সত্য: শুধুমাত্র কিতাবুল মোকদ্দাসেই সত্য ঈসা মসিহকে ঘোষণা করে। যদি কেউ ঈসার বিষয়ে কিছু সত্য বিশ্বাস করে কিন্তু তা কিতাবুল মোকদ্দাসে ঘোষিত ঈসার শিক্ষা নয়, সেই বিশ্বাস অবিলম্বে পরিবর্তন করা দরকার।

কেন? আমরা যখন আমাদের প্রারম্ভিক সত্যে ফিরে যাই, আমরা সবাই একমত যে আমরা সবাই মারা যাব। মানবজাতির কাছে এই প্রশ্নটি বলার বাকি নেই, "আমি কি মারা যাব?" কিন্তু, বরং, এটা প্রশ্ন "আমি কখন মারা যাব?" “আমার শারীরিক মৃত্যুর পরে আমি অবিলম্বে কোথায় যাব, বেহেস্তে না দোযগে?

আমাদের পবিত্র আল্লাহর অনুপ্রাণিত বাণী দ্বারা বলা হয়েছে যে একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা সত্য ঈসার উপর বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করাই নাজাতের একমাত্র উপায়। এই সত্য স্পষ্টভাবে আল্লাহর দ্বারা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণেই এটি সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সকলেই আজ ঈসা মসীহে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি যা অবিলম্বে আমাদের চিরন্তন ভাগ্যকে সিল করে দেয়।

যদি কেউ ঈসা সম্পর্কে কিছু অসত্য বিশ্বাস করে, সেই ত্রুটিটি অবিলম্বে পরিবর্তন করা দরকার বা মসিহের বাইরে মারা যাওয়ার বিপদ এবং চিরকালের জন্য নিন্দা করা আমাদের মাথার উপর প্রতি মুহূর্তে ঝুলে থাকে।

- ইবরানী ৯:২২ মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা পাক-সাফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।

প্রশ্ন নং ৪: এটি কি একটি অপরিবর্তনীয় [কখনও পরিবর্তিত নয়] শরিয়ত পবিত্র সার্বভৌম আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মহাবিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত?

উত্তরঃ হ্যাঁ! ঈসা মসিহকে আল্লাহর নির্দোষ মেষশাবক হিসাবে বিশ্বাস করা এবং তার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন যাকে আল্লাহ পিতা আমাদের গুনাহ এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য আমাদের বদলি হিসাবে কোরবানি করার অনুমতি দিয়েছেন। ঈসাকে আমাদের স্থান নিতে মরতে হয়েছিল যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি এবং চিরকাল তাঁর সাথে বেঁচে থাকতে পারি।

- পয়দায়েশ ৩:৬-৭ স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন। এতে তখনই তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগরা তৈরী করে নিলেন।

- পয়দায়েশ ৩:২১ আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।

আদম + হাওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য আবরণ প্রদানের জন্য আল্লাহ একটি নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করেছিলেন। পশুটি ছিল আল্লাহর অপরিবর্তনীয় আইনের পূর্বাভাস যে মানুষের গুনাহ ও বিদ্রোহকে ঢেকে রাখার জন্য নির্দোষের রক্তপাত করতে হবে।

- পয়দায়েশ ৪:১-৫, ৮ আদম তাঁর স্ত্রী হাওয়ার কাছে গেলে পর হাওয়া গর্ভবতী হলেন, আর কাবিল নামে তাঁর একটি ছেলে হল। তখন হাওয়া বললেন, “মাবুদ আমাকে একটি পুরুষ সন্তান দিয়েছেন।” পরে তাঁর গর্ভে কাবিলের ভাই হাবিলের জন্ম হল। হাবিল ভেড়ার পাল চরাত আর কাবিল জমি চাষ করত। পরে এক সময়ে কাবিল মাবুদের কাছে তার জমির ফসল এনে কোরবানী করল। হাবিলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল।

- মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না। এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল। এর পর একদিন মাঠে থাকবার সময় কাবিল তার ভাই হাবিলের সংগে কথা বলছিল, আর তখন সে হাবিলকে হামলা করে হত্যা করল।

প্রশ্ন নং ৫: কেন লোকেরা মনে করে যে আল্লাহর এবাদত বা কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে?

উত্তর: সব মানুষই বিবেক নিয়ে জন্মায়। বিবেক হল আল্লাহর কাছ থেকে একটি উপহার যা পবিত্র আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ঘৃণা করার জন্য "মানুষকে তাদের গুনাহপূর্ণ বিদ্রোহের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে"। মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় এবাদত করার প্রবণতা নিয়ে কারণ তাদের বিবেক তাদের কাছে ঘোষণা করে যে তারা অপরাধী এবং তাদের গুনাহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই।

লোকেরা, তাদের পতিত অবস্থায়, সর্বদা একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় যাতে "তাদের সন্ধান করতে সহায়তা করা হয়"। আল্লাহ এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং ক্রোধকে "কোনও উপায়ে তুষ্ট" করুন। "ডুমুরের পাতা একত্রে" সেলাইয়ের কাজ দিয়ে "নিজেদের পোশাক" দিয়ে তাদের গুনাহ ঢাকতে আদম + হাওয়ার প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

পবিত্র আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ও গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এই কাজটি ছিল মানুষের প্রথম নিরর্থক প্রচেষ্টা। আদম এবং হাওয়া থেকে সমস্ত মানুষ পবিত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য "তাদের নিজস্ব কাজ" প্রদানের নিরর্থক এবং জঘন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রলুব্ধ হয়। সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা এই গুরুতর ত্রুটি থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং বিকশিত হয়।

তাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিজেদের জন্য কাজগুলি প্রদান করার জন্য "মানুষ-সৃষ্ট নিরর্থক প্রচেষ্টার" সাথে আল্লাহর কিছুই করার থাকবে না! আদম + হাওয়াকে আচ্ছাদন দেওয়ার জন্য আল্লাহ স্পষ্টভাবে একটি প্রাণীকে হত্যা করে পৃথিবীতে মৃত্যু নিয়ে এসেছেন। পশু কি ভুল কি ভুল করেছিল? প্রাণীটি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ছিল, তবুও, নিখুঁত ন্যায়বিচারে এবং মানুষের জন্য নিখুঁত ভালবাসা তার নিজের প্রতিমূর্তিতে তৈরি, আল্লাহ দোষীদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য আবরণ প্রদান করার জন্য নির্দোষকে হত্যা করেছিলেন।

আদম + হাওয়ার প্রাপ্য মৃত্যুর পরিবর্তে নিরীহ প্রাণীর মৃত্যু একটি বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এটি ছিল ঈসা মসিহের মৃত্যুর পূর্বাভাস। দোষীদের জন্যই নিরপরাধের মৃত্যু!

এটি সর্বকালের সেরা প্রেমের গল্পের শুরু! নিখুঁত সৃষ্টিকর্তা-আল্লাহ, ঈসা, পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং মানবতাকে ধরে নিয়েছিলেন যে নিজেকে নির্দোষ রক্ত বলিদানের জন্য একটি নিখুঁত বিকল্প হিসাবে সমস্ত লোকের গুনাহের প্রতিস্থাপনের জন্য যারা তাকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং নির্ভর করবে।

- প্রেরিত ৪:১২ নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।”

- ১ তীমথিয় ২:৩-৬ আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র চোখে তা ভাল এবং এতেই তিনি খুশী হন। তিনি চান যেন সবাই নাজাত পায় এবং মসীহের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ্‌ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আল্লাহর ঠিক করা সময়ে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন নং ৬: একজন ব্যক্তিকে বাঁচানোর অন্য কোন উপায় আছে কি?

উত্তর: না! আর কোন উপায় আল্লাহ কবুল করবেন না।

- ইউহোন্না ১৪:১-৬ "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান।" থোমা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা-ই আমরা জানি না, তবে পথ কি করে জানব?" ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

প্রশ্ন নং ৭: কিতাবুল মোকাদ্দাস কি স্পষ্টভাবে বলেছে যে আমি যদি আমার গুনাহের আবরণের জন্য ঈসা মসিহকে বিশ্বাস করি এবং তার উপরে নির্ভর করি, তাহলে আমি শারীরিকভাবে মারা যাওয়ার পরে, বেহেস্তে যাব এবং ঈসার সাথে চিরকাল বেঁচে থাকব?

উত্তরঃ হ্যাঁ!

এটি আমাদের শুরুতে সম্পূর্ণ বৃত্ত নিয়ে আসে যেখানে পৌল, আল্লাহ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার মাধ্যমে, টিমোথিকে এই উত্সাহটি লিখেছিলেন:

- ২ তীমথিয় ৪:৭-৯ মসীহের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, আমার জন্য ঠিক করা পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং ঈসায়ী ঈমানকে ধরে রেখেছি। তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। রোজ হাশরে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। তবে যে তিনি কেবল আমাকেই দান করবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন। তুমি খুব চেষ্টা কর যাতে আমার কাছে শীঘ্র আসতে পার।

প্রশ্ন নং ৮: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈসা মসিহ, আল্লাহর পুত্র? যখন আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি এখন এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প অন্যদের বলার অবিশ্বাস্য সুযোগ পাবেন!

প্রশ্ন নং ৯: আপনি যদি এখনও ঈসাতে বিশ্বাস ও বিশ্বাস না করে থাকেন, তাহলে আপনি কি এখন বিশ্বাস করবেন? আপনি কি আপনার বর্তমান জীবন এবং আপনার অনন্ত জীবনের জন্য ঈসাকে বিশ্বাস করবেন?

- রোমীয় ৮:৩১-৩২ তাহলে এই সব ব্যাপারে আমরা কি বলব? আল্লাহ্‌ যখন আমাদের পক্ষে আছেন তখন আমাদের ক্ষতি করবার কে আছে? আল্লাহ্‌ নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন। তাহলে তিনি কি পুত্রের সংগে আর সব কিছুও আমাদের দান করবেন না?

প্রশ্ন নং ১০: আপনি কাউকে বলবেন?

সত্যিই, এর সবকিছু ঈসা সম্পর্কে!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)